একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি

অনলাইনে আবেদন ১০ লাখ ৩৭ হাজার শিক্ষার্থীর

রাকিব উদ্দিন

উচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে ঢাকার তিনটি কলেজে নিজস্ব নিয়মে ভর্তি কার্যক্রম ছাড়া দেশের ৯ হাজার ৮০টি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে অনলাইন ও এসএমএসে ভর্তি কার্যক্রমে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত দশটি শিক্ষা বোর্ডের কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে প্রায় ১০ লাখ ৩৭ হাজার শিক্ষার্থী। এর মধ্যে অনলাইনে আবেদন করেছেন আট লাখ ২০০ জন এবং এসএমএস করেছে দুই লাখ ৩৭ হাজার শিক্ষার্থী।

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ৯ হাজার ৮৩টি কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। এসব কলেজে একাদশ শ্রেণীতে আসন রয়েছে প্রায় ২১ লাখ। এর মধ্যে ঢাকার তিনটি কলেজে নিজস্ব পদ্ধতিতে অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী গত ৯ মে থেকে দেশব্যাপী একযোগে চলছে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রম। প্রথম দিন অনলাইনে ভর্তির আবেদনে কোন সমস্যা হয়নি। তবে প্রথম দিকে টেলিটকে এসএমএসের টাকা পাঠানোয় কিছুটা জটিলতায় পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের, যা দ্রুতই নিরসন করতে সক্ষম হয় সংশ্লিষ্টরা। শিক্ষার্থীরা এখন স্বাভাবিক গতিতেই আবেদনের ফি পাঠাতে পারছে বলে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি ও টেলিটক সূত্রে জানা গেছে। বুয়েটের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইআইসিটি) এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবার একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণে কারিগরি সহয়তা দিচ্ছে। ১০টি শিক্ষা বোর্ডের ভর্তি কার্যক্রম সার্বক্ষণিক তদারক করছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস **একাদশ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫**

একাদশ : শ্রেণীতে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সালেহীন। তিনি গতকাল সন্ধ্যায় সংবাদকে জানান, 'শিক্ষার্থীরা টেলিটক মোবাইল ফোনে এসএমএস এবং অনলাইনে ভর্তির জন্য আবেদন করছে ভালোভাবেই। কোন বিড়ম্বনা নেই। ছোটখাটো কিছু সমস্যা হলে সেটারও সমাধান দেয়া হচ্ছে। অন্য বছর এই সময়ের তুলনায় এবার আবেদনের পরিমাণও বেড়েছে। আমরা বিভিন্নভাবে খবর রাখছি।'

তিনি আরও জানান, 'এখন পর্যন্ত ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করেছে তিন লাখ ৮৪ হাজার ৭৩৬ জন শিক্ষার্থী। আবেদনের সংখ্যা ১৮ লাখ ৯৬ হাজার ৮৬৭টি। একেক জন শিক্ষার্থী সর্বনিম্ন ৫টি ও সর্বোচ্চ ১০টি কলেজের অনুকূলে আবেদন করতে পারছে।'

এ বিষয়ে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম বলেন, 'টেলিটকে আবেদন চলছে সুন্দরভাবে। ভর্তির আবেদন অনলাইনে হওয়ায় আমাদের কোন চাপ নেই। নেই কোন ভর্তির তদবির। আমাদের কাজ শুরু হবে তালিকা প্রকাশের পর ভর্তি শুরু হলে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিবারের মতো এবারও নটর ডেম কলেজে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি নেয়া হচ্ছে। এই কলেজেও এখন চলছে ভর্তির আবেদন। গত ১৬ মে নটর ডেম কলেজে শুরু হয় আবেদন। চলবে আগামীকাল পর্যন্ত। এছাড়া রাজধানীর হলিক্রস কলেজে ১৯ মে থেকে আবেদন শুরু হয়েছে, যা শেষ হচ্ছে আজ। এ কলেজে ভর্তি পরীক্ষা হবে আগামী ২৬ মে। সেন্ট জোসেফ স্কুল অ্যান্ড কলেজে গত ১৭ মে শুরু হয় ভর্তির আবেদন। গতকাল ছিল আবেদনের শেষ সময়।

উচ্চ আদালতে সরকারের ভর্তি নীতিমালার স্থগিতাদের নিয়ে নটর ডেম কলেজ, হলিক্রস কলেজ ও সেন্ট জোসেফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ গত তিন বছর ধরে নিজস্ব নিয়মে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে। এসব প্রতিষ্ঠান নিজস্ব পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করে আসছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অভিযোগ- সরকারি নিয়ম মানলে ভালো শিক্ষার্থী ভর্তি করা সম্ভব নয়। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বকিয়তাও নষ্ট হয়। একই প্রক্রিয়ায় এবারও তারা পেয়েছে আদালতের রায়। এই রায়ের আলোকেই এসব কলেজ ভর্তি কার্যক্রম শুরু করেছে।

এদিকে উচ্চ আদালতের রিট করে নিজস্ব পদ্ধতিতে ভর্তির সুযোগ পেলেও দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ভিকারুননিসা নূন কলেজ কর্তৃপক্ষ এখনও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুসারেই ভর্তি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ওই প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির এক সদস্য আদালতে রিট করলেও অন্য সদস্যরা সরকারি নিয়ম মেনেই ভর্তি অব্যহত রাখতে চায়।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানায়, আবেদনের ফি কেটে নেয়া হচ্ছে মোবাইল ফোনেই। আর ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে কোন রকমের ঝামেলা ছাড়া আবেদন করতে পারছে অন্তত ১০টি কলেজে। এতে শিক্ষার্থীদের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। কোন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে না।

দেশের সরকারি-বেসরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিতে অনলাইন ও এসএমএসে আবেদন জমা নেয়া চলবে ২৬ মে পর্যন্ত। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে শিক্ষার্থী ভর্তি করার কথা বলা হয়েছে ভর্তি নীতিমালায়।

গত ৪ মে প্রকাশিত মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় এবার ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে, যাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক লাখ চার হাজার ৭৬১ জন। এসব শিক্ষার্থী ছাড়াও ২০১৫ ও ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীরাও একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ পাবে।